দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

পটুয়াখালী সদর

পটুয়াখালী, ১৮ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— অধিকাংশ পন্ডিতদের মতে, পটুয়া (শিল্পী) শব্দ থেকে পটুয়াখালী নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে ঐ স্থান খালী করে পটুয়াগণ (শিল্পীগণ) অন্যত্র চলে গেছে; তাই পটুয়াখালী নাম হয়েছে। কারো মতে, পটুয়া (ব্যবসায়ীরা) এ স্থানে বাস করত, তাই হয়ত পটুয়াখালী নাম হয়েছে।

এই উপজেলা সাগরের বক্ষ থেকে ১১ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বর্তমানে পটুয়াখালী উপজেলা দেশের মধ্যে সর্বাধিক অনুন্নত বললে অত্যুক্তি হবে না। পটুয়াখালী সদর উপজেলার আয়তন ১৫৯.৬ বর্গ মাইল। ইউনিয়নের সংখ্যা ১৪, মৌজা—১১০, গ্রাম—১১৭, পরিবার— ৪৩,৯০৭, লোকসংখ্যা— পুরুষ ১,৬১,১৯৭ ও মহিলা ১,৫১,৮৭২।

শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলা সদর হিসেবে অন্যান্য উপজেলার চেয়ে উন্নত নয়। কলেজের সংখ্যা ৬। এর মধ্যে সরকারী মহিলা কলেজ ১; সরকারী কলেজ (অনার্সসহ) ১; কৃষি কলেজ ১, ও বেসরকারী কলেজ ৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক) ২৯, সরকারী ১, বেসরকারী ২৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা) ৩, সরকারী ১, বেসরকারী ২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৫; মাদ্রাসা ১০৬, প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১, ভকেশনাল ১, সরকারী শিশু সদন ২ ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ৩টি।

কৃষি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এবং খালে-বিলে ভরপুর সারা বঙ্গের শস্যভাণ্ডার নামে বাকেরগঞ্জ জেলার এককালে সুখ্যাতি ছিল। আর সে সুখ্যাতির মূলে ছিল পটুয়াখালী। কিন্তু বর্তমানে নদীর টান কমে যাওয়ায় তুলনামূলকভাবে পলি মাটি পড়ে কম। ফসল আনুপাতিক হারে কম হচ্ছে। তা ছাড়াও জমিরও উর্বরা শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৯৪,০৮০ একর। আবাদী ৮৯,৬০০ ও অনাবাদী ৩,১০০ একর।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

জীবন যাত্রার জন্য সদর উপজেলা হিসেবে হাসপাতালের পরিবেশ ও আসন সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এই উপজেলায় আধুনিক হাসপাতাল ১, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩, নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ২, শিশু হাসপাতাল ১, টিবি ক্লিনিক ১ ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ১টি রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ

ওয়াপদা পরিচালিত শহরে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া গভীর নলকূপ সংখ্যা ৪৭৯, অগভীর ৬৭৯। সদর উপজেলার জন্য যথেষ্ট নয়, সর্বত্র বিদ্যুতায়ন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আরও উন্নত মানের গভীর নলকূপ ও ওয়াসার পানি সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

পশু পালন ও মৎস্য

দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদের মাধ্যম গরু-মহিষ। কাদা-পানির এ অঞ্চলে সর্বদা ট্রাক্টরের চাষাবাদ সম্ভব নয়। তা ছাড়া অনুন্নত দেশে ব্যয়বহুল বলে এ অঞ্চলের মানুষরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এখানে পশু চিকিৎসার হাসপাতাল ১, পশু প্রজনন কেন্দ্র ১, হাঁস-মুরগীর খামার ১ ও মৎস্য খামার ২টি রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

পটুয়াখালী সদরে কয়েকটি পাকা সড়ক ছাড়া সর্বত্র কাঁচা রাস্তা। নদীমাতৃক এ উপজেলার সাথে লঞ্চ ও নৌ-যোগাযোগ সবচেয়ে বেশী। একটি মাত্র প্রধান সড়ক বরিশাল হয়ে রাজধানীর সাথে স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষা করছে।